অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও জিনিয়াস মানুষ চেনার কিছু সহজ উপায়

subhprabhat.com/অত্যন্ত-বুদ্ধিমান-ও-জিনিয়াস-মানুষ-চেনার-কিছু-সহজ-উপায়

অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও জিনিয়াস মানুষ চেনার কিছু সহজ উপায়

আমরা দুনিয়ায় অগণিত মানুষ বসবাস করি। সবাই কি একই রকম বুদ্ধি সত্তার অধিকারী? নিশ্চয়ই না, একেক জন একেক রকম বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হয়ে থাকেন। কারও সাথে কখনো এটা মিলে যায়না। কেউ হয়তো অনেক বেশি বুদ্ধিমান হয়, কেউ মোটামুটি চালাক, আবার কেউবা একেবারেই বোকা টাইপের হয়ে থাকে।

তবে এদের ভিতরেও অবশ্যই কিছু না কিছু ভেদাভেদ থেকেই থাকে। সবার বুদ্ধি, আচার আচরণ, মতামতে সবসময়ই কিছুনা কিছু ভেদাভেদ দেখা যায়। তবে বুদ্ধিমান ব্যক্তি ও বোকা ব্যক্তিদের আলাদা করার জন্য বিশেষ কিছু লক্ষণ রয়েছে। যেগুলো খেয়াল করলে আপনারা চিহ্নিত করতে পারবেন যে একজন মানুষ বোকা নাকি চালাক।

তবে কাজটি মোটেও সহজ নয়। এর জন্য আপনাকে একজন মানুষের সাথে অনেক সময় কাটাতে হবে ও গভীরভাবে মিশতে হবে। এটা তখনি সম্ভব, যখন আপনি আগে নিজেকে চিহ্নিত করতে পারবেন। আগে নিজেকে পরীক্ষা করে তারপর অন্যদের পরীক্ষা করে দেখবেন।

তো আজ আমি আপনাদের জানাবো এমন কিছু লক্ষণ সম্বন্ধে, যেগুলো থাকলে খুব সহজেই বলা যায় যে, একজন ব্যক্তি খুবই বুদ্ধিমান বা জিনিয়াস। তো আপনি হয়তো এসব লক্ষণগুলো জানার জন্য অনেক উৎসাহিত হয়ে পড়েছেন। তো চলুন তাহলে আর দেরি না করে মূল আলোচনা শুরু করা যাক।

বুদ্ধিমান ও জিনিয়াস মানুষ চেনার কিছু বিশেষ লক্ষণ:

১. পজিটিভিটি বা ইতিবাচকতা

আপনি কি একজন পজিটিভ মানুষ? আপনার ধারণা কি সবসময় ইতিবাচক? আপনি কি সবসময় হাসি খুশি থাকতে ও সবাইকে খুশি রাখতে পছন্দ করেন? আপনি কি যেকোনো সমস্যার সমাধান হাসি মুখেই সমাধান করার চেষ্টা করেন এবং বিপদেও ধৈর্য্য ধারণ করতে পারেন? আপনি কি সর্বদাই সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলেন এবং সমালোচনা থেকে বিরত থাকেন?

মন দিয়ে শুনুন, যদি এই সবগুলো প্রশ্নের উত্তর হ্যা হয়ে থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে আপনি একজন বুদ্ধিমান মানুষ এবং জিনিয়াস। কারণ বুদ্ধিমানরাই পারে সবসময় হাসি খুশি থাকতে এবং যেকোনো সমস্যার মোকাবেলা সহজভাবে করতে ও করাতে।

২. ব্যাকবেঞ্চার কিন্তু সৃজনশীল

আপনি কি একজন ব্যাকবেঞ্চার? যদি হয়ে থাকেন, তাহলে নিচের প্রশ্নগুলো আগে ভাল করে পড়ুন ও উত্তর ভাবুন।

আপনি কি ব্যাকবেঞ্চার? আপনি কি পড়াশোনায় খারাপ বা একজন এভারেজ ছাত্র? আপনি কি পড়াশোনায় খারাপ হলেও সমস্ত খারাপ পরিস্থিতি বা শাস্তিগুলো পেয়েছেন এবং খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছেন? পুস্তকের জ্ঞানের চেয়ে বাস্তব জীবন সম্বন্ধে কি আপনার ধারণা বেশি? পড়াশোনায় ভালো না হলেও কি আপনার এমন কোনো সৃজনশীল গুণ রয়েছে যা অন্য সবার থেকে আপনাকে আলাদা করে তোলে?

যদি এই প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর হ্যা হয়ে থাকে, তাহলে আপনি অবশ্যই একজন জিনিয়াস ব্যক্তি এবং যথাযথ বুদ্ধিমান। কারণ পড়াশোনায় সবাই ভালো হয়না। কিন্তু পড়াশোনায় ভালো না হয়েও যারা অন্য দিকে সৃজনশীলতার মাধ্যমে নিজের জীবনে সফলতা পায়, তারাই প্রকৃত জিনিয়াস।

৩. বিশেষ গুণের সমাহার

আপনি কি সবসময় একা থাকতে ভালবাসেন? আপনার কি অন্ধকার পরিবেশ বেশি পছন্দ? আপনি কি সবসময় সবার সাথে আনন্দে থাকার চেয়ে নিজের মধ্যেই সবসময় আনন্দ খুজে বেড়ান? আপনার কি কোলাহল বা উৎসব অপছন্দ?

যদি আপনার উত্তর এসব প্রশ্নগুলোর জন্য হ্যা হয়, তাহলে আপনি অবশ্যই একজন জিনিয়াস। আপনি হয়তো বলবেন কেনো বা কিভাবে।

তো এর উত্তর হলো, জিনিয়াস শুধু তারাই না, যারা জীবনে সফল বা খুব বুদ্ধিমান, জিনিয়াস তারাও যারা সমাজের সকল মানুষের থেকে ভিন্ন ও আলাদা। তাই ভেবে দেখুন, উপরের স্বভাবের মানুষ খুজে পাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য। তাই তারা অবশ্যই জিনিয়াস ব্যক্তিদের মধ্যেই পড়েন।

৪. দু হাতেই কাজ করতে পারা

আমরা জন্ম থেকেই কেউ ডান হাতি বা কেউ বাম হাতি। আবার কেউবা দুই হাতেই সব কাজ করতে পারি। তো এখানে বিষয় হচ্ছে, যে সকল ব্যক্তিরা দু হাতেই কাজ করতে পারেন, এদের আচার আচরণ, ব্যক্তিত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি অন্যদের চেয়ে আলাদা হয়।

এছাড়াও তারা দু হাতেই কাজ করতে পারেন। যেটা তাদেরকে অন্যদের থেকে আলাদা ও বিশেষ করে তোলে। যেমন, দুহাতে যারা লিখতে পারেন, ব্যাটিং বা বোলিং করতে পারেন, তারা অবশ্যই সবার কাছেই জিনিয়াস হিসাবে পরিচিত হয়ে থাকেন।

আর যারা এই স্বভাবের অধিকারী, তারা স্বভাবতই অনেক বুদ্ধিমান ও সরল স্বভাবের হয়ে থাকেন। এটা আমার কথা নয়, বরং গবেষণায় প্রমাণিত।

৫. অতিরিক্ত চিন্তা ভাবনা করা

আমরা হয়তো জানি যে, অতিরিক্ত চিন্তাভাবনা করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং এতে মানুষ অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। তবে জেনে নিন যে, যদি একজন মানুষ, স্বাভাবিকভাবে চিন্তা ভাবনা বেশি করে, অর্থাৎ সঠিক ও ভালো জিনিসগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে, তাহলে তারা অন্যদের থেকে অনেক আলাদা হয়ে যায়।

যেমন ধরে নিন বিজ্ঞানীদের কথা, তারা ভালো কোনো জিনিস নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা ভাবনা করেন বলেই তারা বিজ্ঞানী হয়েছেন এবং গবেষণার কাজে লিপ্ত। আর যারা ইতিবাচক জিনিস ও ব্যাপার নিয়ে ভাবনা চিন্তা বেশি করেন, তারা অন্যদের থেকে সমস্যার সমাধান করতে পারেন দ্রুত।

এটা একটা বৈজ্ঞানিক মতামত ও পরীক্ষিত। তাই এ ধরনের মানুষরাও বুদ্ধিমান বা জিনিয়াস বলা চলে।

তো কি বুঝলেন পাঠকগণ, আপনারা কি এসব গুণের মধ্য থেকে কোনোটির অধিকারী? যদি হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের জানাতে ভুলবেন না।

উপসংহার

সুপ্রিয় পাঠকগণ, এই ছিলো বুদ্ধিমান ও জিনিয়াস মানুষ চেনার কিছু লক্ষণ নিয়ে আমাদের আজকের পোস্ট। আশা করি পোস্টটি আপনাদের সবার অনেক ভালো লাগবে।